اَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

"তোমার ঈমানকে খাঁটি করো, অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে।"

তৃতীয় সংস্করণ

অল্প আমল অধিক সাওয়াব

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

আরেফবিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. ও
শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর সংশ্রবপ্রাপ্ত

বাইতুল কিতাব

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

- মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি'আ বিন্‌নূরিয়া আল-ইসলামিয়া, ঢাকা
- ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিকাহ একাডেমী
- অধ্যাপক, ইসলামী অর্থনীতি, ফিকাহ একাডেমী টাঙ্গাইল
- সহকারী অধ্যাপক, আল-কুরআন ইনস্টিটিউট (ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন)
- ধর্মীয় উপদেষ্টা, হিউমান রাইটস ডিফেন্ডার বাংলাদেশ

www.muftikabirahmadashrafi.weebly.com

প্রকাশনায়: **বাইতুল কিতাব**

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৯১৪ ৩২৩২৯৬ ; ০১৭১২ ৬৪২৭০৩

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১
তৃতীয় প্রকাশ: আগস্ট ২০১৩

বিনিময় : ৮০.০০ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়

দারুল হাদীস

দোকান নং- ২৪, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭১০-৮৫৩৯৩১

—— ঃ কিতাবটিতে যা আছে ঃ ——

বিশেষ জ্ঞাতব্য

সকালের অযীফা ও যিকির-আযকারের আফযাল সময় সুবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। তবে যদি উত্তম সময়ে সকালের অযীফা পাঠ করা সম্ভব না হয় তাহলে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত তা আদায় করা যাবে।

তদ্রূপ বিকালের অযীফা ও যিকির-আযকারের উত্তম সময় আসর থেকে ইশা পর্যন্ত। তবে উত্তম সময়ে বিকালের অযীফা পাঠ করা সম্ভব না হলে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত তা আদায় করা যাবে।

— সংকলক

অল্প সময়ে অধিক সাওয়াব লাভ

বিষয় *পৃষ্ঠা নং*

৯ মিনিটে ৯ খতম কুরআনের সাওয়াব

সকাল-সন্ধ্যার ফযীলতপূর্ণ আমল

সকালের ফযীলতপূর্ণ আমল

সন্ধ্যার ফযীলতপূর্ণ আমল

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ফযীলতপূর্ণ আমল

শয়নকালীন ফযীলতপূর্ণ আমল

☆ ☆ ☆

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اَوْفَوْا عَهْدَهٗ. اَمَّا بَعْدُ:

সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর। সর্বোত্তম নফল ইবাদত ও সর্বোত্তম যিকির কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত। (শু'আবুল ঈমান লিল-বায়হাকী: ২০২২) অর্থাৎ কুরআন মাজীদের তেলাওয়াত ফযীলত ও রহমত প্রাপ্তির সবচেয়ে সহজ পথ। অন্য কোনো যিকির কিংবা দু'আ তিলাওয়াতের সমতুল্য হতে পারে না। তবে কুরআন ও হাদীসে এমন কিছু দু'আ বর্ণিত হয়েছে, যা পাঠ করলে অল্প সময়ে অধিক সাওয়াব অর্জিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলা এর সাওয়াব দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে থাকেন। আর আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে অসংখ্য ও অগণিত পূণ্য দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

"যে একটি নেকী (ভালো কাজ) করবে, সে তার দশগুণ সাওয়াব পাবে। আর যে একটি মন্দ কাজ করবে সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" (সূরা আন'আম, ৬: ১৬০)

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○

"যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি শস্যবীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে শস্যদানা থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা মহা উদার, মহাজ্ঞানী।" (সূরা বাকারা, ২: ২৬১)

তাই নফল ইবাদত ও যিকির-আযকারকে ছোট করে দেখা কিংবা অবহেলা করার সুযোগ নেই। কারণ কেয়ামত দিবসে ফরয ইবাদাতসমূহের ঘাটতি নফল ইবাদাত দ্বারাই পূরণ করা হবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৪২৫) আল্লাহ ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বতের দাবিদার শুধু

ফরয ও জায়েযের সীমারেখায় সীমাবদ্ধ থাকবে কেন? বরং সে তো জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল তথা সুন্নাতের অনুসারী হবে। সে মুবাহ তথা অনুমোদিত আমলসমূহের পরিবর্তে সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলকে প্রাধান্য দিবে। আর ইবাদতের এই হেকমতকে সে অবশ্যই স্মরণ রাখবে যে, নফলের পাবন্দি করলে সুন্নাতের হেফাযত হয়। আর সুন্নাতের পাবন্দি করলে ফরয ও ওয়াজিবের হেফাযত হয়। পক্ষান্তরে যারা সুন্নাত ও নফলকে হীন করে দেখে তারা ফরয ও ওয়াজিব তরক করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই দ্বীনের মধ্যে সুন্নাত ও নফলের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

বান্দা যখন যিকির করে তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে থাকেন (সহীহ বুখারী, ৯/১৫৩)। আর বান্দা যতক্ষণ যিকিরে মগ্ন থাকে ততক্ষণ তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ধ্যান-খেয়াল বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ তা'আলার এই ধ্যান-খেয়ালই তাকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে এবং নেকীর কাজে তার উৎসাহ যোগায়। যিকিরের উদ্দেশ্য চারটি (১) অনুকূল বিষয়ে নেয়ামতের শোকর (২) প্রতিকূল বিষয়ে সবর তথা ধৈর্যধারণ (৩) অতীতের গুনাহের জন্য ইস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা এবং (৪) ভবিষ্যতের বিপদের আশঙ্কায় আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় গ্রহণ তথা এস্তেআযা। তাই সর্বাবস্থায় এমনকি কর্মরত অবস্থায়ও যিকিরে মগ্ন থাকা উচিত। যবান দ্বারা যিকির সম্ভব না হলে মনে মনে যিকির করবে। এ মহান উদ্দেশ্যটি সামনে রেখে বক্ষমান কিতাবটি সংকলন করা হয়েছে। কিতাবটির কতক বিষয়বস্তু অধমের সংকলিত কিতাব 'হিসনুদ দু'আ'য়ও বর্ণিত হয়েছে। তাই যিকির, ইস্তেগফার ও মাসনূন দু'আসমূহের বিস্তারিত আলোচনা উক্ত কিতাবে দেখুন।

কিতাবটি সংকলন, অক্ষরবিন্যাস ও ছাপার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থেকে বাঁচার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোনো ভুল পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হলে অবহিত করার অনুরোধ করছি। কিতাবটি সম্পর্কে যে কোনো গঠনমূলক সমালোচনা, উপদেশ ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সর্বশেষে আমি দু'আ করছি কিতাবটি যেন সংকলক ও প্রকাশসহ আমার সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের অসিলা হয়। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

কবির আহমাদ আশরাফী

২০ জুলাই, ২০১১

kabir323@gmail.com

অল্প সময়ে অধিক সাওয়াব লাভ

শবে কদরের সমপরিমাণ সাওয়াব

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি ধৈর্যশীল, দয়ালু। তিনি পবিত্র, যিনি সপ্ত আকাশ ও মহান আরশের রব।

ফযীলত ঃ কুরআনে কারীমে শবে কদরকে এক হাজার মাসের চেয়েও বেশি উত্তম বলা হয়েছে। এক হাজার মাসে ত্রিশ হাজার রাত্রি হয়ে থাকে। বছরের হিসাবে ৮৩ বছর ৪ মাস হয়। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ পুরস্কার যে, তিনি বান্দার প্রতি দয়া করে অল্প আমলের বদলে শবে কদরের সমপরিমাণ সাওয়াব প্রদান করছেন।

অতএব যে ব্যক্তি এই দু'আটি তিনবার পাঠ করবে সে শবে কদরের সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।

(কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৩৪৩, হাদীস নং ৩৮৬৭)

আখেরাতের দাড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারি কালেমা

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি। আল্লাহ মহান, সম্মানিত।

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এই কালেমা দুটি আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়। পাঠ করতে খুব সহজ। দাড়িপাল্লায় অধিক ভারি। (সহীহ বুখারী, খ. ৯, পৃ. ১৬২, হাদীস নং ৭৫৬৩)

আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই এবং আল্লাহ মহান।

ফযীলত ঃ হযরত সামুরা ইবনে জুনদাব রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য চারটি– সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। এর যে কোনোটি তুমি প্রথমে বল তাতে কোনো ক্ষতি নেই। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ১৩৮, হাদীস নং ৬৬৮০; সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৬৮৫, হাদীস নং ২১৩৭)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ দু'আটি পাঠ করা আমার নিকট গোটা পৃথিবী অপেক্ষা প্রিয়তর। অর্থাৎ এ দু'আটি একবার পাঠ করা গোটা পৃথিবী অপেক্ষা উত্তম। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৭২, হাদীস নং ২৬৯৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। মে'রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম আ. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার উম্মতকে সংবাদ দিবেন যে, বেহেশত হলো সুগন্ধ-মৃত্তিকা ও মিষ্টি পানিবিশিষ্ট। কিন্তু সেখানে কোনো গাছ নেই। আর জান্নাতের গাছ হলো-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

(তবরানী, খ. ১০, পৃ. ১৭৩, হাদীস নং ১০৩৮৫)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

পাঠ করবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ২, পৃ. ১৫৮, হাদীস নং ৬৪৭৯)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করবে প্রত্যেক কালেমার বদলে তার জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ লাগানো হয়। (মু'জামুল আওসাত, খ. ৮, পৃ. ২২৬, হাদীস নং ৮৪৭৫)

উত্তম সদাকা

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

ফযীলত ঃ হযরত হাসান রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর রা. কে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন সদাকার সন্ধান দিব যার সাওয়াবে জমিন ও আসমান ভরে যায়? দৈনিক ত্রিশবার উক্ত দু'আটি পাঠ করো।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, খ. ১০, পৃ. ৩৯২, হাদীস নং ৩০৩৪৭)

জান্নাতে গাছ লাগানো

سُبْحَانَ اللّٰهِ – اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ – لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ – اَللّٰهُ اَكْبَرُ

ফযীলত ঃ এই কালেমাসমূহ পাঠ করলে প্রত্যেক কালেমার বদলে জান্নাতে একটি করে গাছ লাগানো হয়। (তবরানী, খ. ৬, পৃ. ২৬৬, হাদীস নং ৬১৭৬)

যে যিকির দাড়িপাল্লায় ভারি

سُبْحَانَ اللّٰهِ – اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ – لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "سُبْحَانَ اللّٰهِ" হলো পাল্লার

অর্ধেক। ‘‘اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ’’ দাড়িপাল্লাকে পূর্ণ করে দেয় এবং ‘‘لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ’’ এর জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট পৌঁছার মধ্যে কোনো পর্দা তথা বাধা নেই। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৩৬, হাদীস নং ৩৫১৮)

সাত আসমান-জমিনের চেয়ে ভারি কালেমা

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ফযীলত ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একবার হযরত মূসা আ. বললেনঃ হে আল্লাহ! আমাকে এমন একটি বাক্য বলে দিন যার মাধ্যমে আমি আপনার যিকির করতে ও আপনার নিকট দু‘আ করতে পারি। আল্লাহ তা‘আলা বললেন, হে মূসা! তুমি ‘‘لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ’’ পাঠ করো। তখন হযরত মূসা আ. বললেন, হে আল্লাহ! তোমার সকল বান্দাই তো এ কালেমা পাঠ করে থাকে। আমি তো তোমার নিকট শুধু আমার জন্য একটি বিশেষ বাক্য চাই। তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেন, হে মূসা! আমি ব্যতীত যদি সাত আসমান ও এর সকল অধিবাসী এবং সাত জমিন এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অপর পাল্লায় ‘‘لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ’’ রাখা হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ‘‘لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ’’ এর পাল্লাই ভারি হবে। (সুনানে নাসাঈ, খ. ৬, পৃ. ২০৮, হাদীস নং ১০৬৭০)

দৈনিক এক হাজার নেকী অর্জন

ফযীলত ঃ হযরত সা’দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন, আমরা একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি দৈনিক এক হাজার নেকী অর্জন করতে পার না? তাঁর সাথে বসা কেউ প্রশ্ন করল, আমাদের কেউ এক হাজার নেকী কীভাবে অর্জন করতে পারবে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশবার ‘‘سُبْحَانَ اللّٰهِ’’ বলবে তাহলে তার জন্য (একে দশ করে) এক হাজার নেকী লেখা হবে এবং তার এক হাজার (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে।

(সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৭৩, হাদীস নং ২৬৯৮)

প্রথমে যাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন প্রথমে তাদেরকে জান্নাতের দিকে ডাকা হবে, যারা সুখে-দুঃখে সবসময় আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন অর্থাৎ প্রশংসামূলক যিকির করতে থাকেন।

(শু'আবুল ঈমান, খ. ৪, পৃ. ৯০, হাদীস নং ৪৩৭৩)

উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড় আমল

ফযীলত ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি দৈনিক উহুদ পাহাড় সমান আমল করতে পারো না? সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, সে আমল কী? তিনি বললেন, "سُبْحَانَ اللهِ" উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড়। "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ" উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড়। "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড়।"اَللهُ اَكْبَرُ" উহুদ পাহাড়ের চেয়ে বড়। এই আমল তো তোমরা সকলেই করতে পার। (তবরানী, খ. ১৮, পৃ. ১৭৪, হাদীস নং ১৫১০৮)

আঙ্গুলসমূহে গণনা করে যিকির করা

ফযীলত ঃ হযরত ইউসাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মুহাজির নারীদের একজন। তিনি বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা "سُبْحَانَ اللهِ" , "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" ও "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ" বলবে এবং আঙ্গুলসমূহে গণনা করবে। কেননা আঙ্গুলসমূহকে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে ও বলার শক্তি দেওয়া হবে। তোমরা গাফেল হয়ো না– এর দ্বারা তোমরা আল্লাহর রহমত হতে বিস্মৃত হয়ে যাবে।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৭১, হাদীস নং ৩৫৮৩)

যিকির দ্বারা গুনাহ মাফ হয়

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, একবার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি শুকনো গাছের নিকট পৌঁছলেন এবং

নিজ লাঠি দ্বারা গাছটির উপর আঘাত করলেন। এতে গাছের পাতা ঝরতে লাগল। তখন তিনি বললেন, ‘‘اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ’’ , ‘‘سُبْحَانَ اللّٰهِ’’ , ‘‘لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ’’ ও ‘‘اَللّٰهُ اَكْبَرُ’’ বান্দার গুনাহকে এই গাছের পাতা ঝরানোর ন্যায় ঝরিয়ে দেয়। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৫৩৩)

জুম‘আর দিন দুরূদ পাঠের সাওয়াব

দুরূদ ও সালাম পাঠ করা একটি মহান ইবাদত এবং কেয়ামতের দিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটবর্তী হওয়া ও শাফাআত প্রাপ্তির মাধ্যম। দুরূদ পাঠ করার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। তাই হাদীস শরীফে শুক্রবার বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করার তাকিদ এসেছে।

ফযীলত ঃ হযরত আউস ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন হচ্ছে জুম‘আর দিন। ওই দিন আমার উপর বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করো। কারণ তোমাদের দুরূদগুলো আমার নিকট পেশ করা হয়।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৭৯, হাদীস নং ১৫৩১)

সর্বোত্তম দুরূদ- দুরূদে ইবরাহীমী এবং সংক্ষিপ্ত দুরূদ হলো-

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ কিংবা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এ দুরূদ পাঠ করলেও উক্ত ফযীলত পাওয়া যাবে।

[দুরূদ শরীফ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ‘হিসনুদ দু‘আ’ ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

একশ প্রয়োজন পূরণ হয়

ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন ও রাতে আমার উপর একশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার একশ প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। সত্তরটি আখেরাতের প্রয়োজন এবং ত্রিশটি দুনিয়ার প্রয়োজন। আর আল্লাহ তা‘আলা ওই ব্যক্তির দুরূদ আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন। ফেরেশতা ওই ব্যক্তির দুরূদ শরীফ আমার কাছে এমনরূপে

পৌঁছে দেয় যেমনিভাবে তোমাদেরকে উপঢৌকন পেশ করা হয়। নিশ্চয় আমার মৃত্যুর পর আমার জ্ঞান তেমনি থাকবে যেমনি আমার জীবনে রয়েছে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৫০৭, হাদীস নং ২২৪২)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একদিনে আমার উপর একশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার একশ প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন। সত্তরটি আখেরাতের আর ত্রিশটি দুনিয়ার প্রয়োজন।

(কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৫০৫, হাদীস নং ২২৩২)

স্বচক্ষে জান্নাত দেখে মৃত্যু

ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একদিনে আমার উপর এক হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সে স্বচক্ষে জান্নাত না দেখে মৃত্যু বরণ করবে না।

(কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৫০৫, হাদীস নং ২২৩৩)

দুইশ বছরের গুনাহ মাফ হয়

ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার আমার উপর দুইশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার দুইশ বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

(কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৫০৭, হাদীস নং ২২৪১)

গোটা মাখলূকের সমপরিমাণ আমল

ফযীলত ঃ হযরত আবু বকর রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দিল। তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন এবং তাঁর চেহারা মুবারক (আনন্দে) উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের কাছে বসালেন। যখন ওই ব্যক্তি নিজের কাজ সেরে চলে গেল তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আমাকে বললেন, হে আবু বকর! এই ব্যক্তির একার আমল গোটা পৃথিবীর মানুষের আমলের সমপরিমাণ করে আল্লাহর নিকট পৌঁছানো হয়। আমি (হযরত সিদ্দীকে আকবার রা.) বললাম, সে এত সাওয়াব কীভাবে পায়? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার উপর একটি দুরূদ পাঠ করে, যা (সাওয়াবের দিক থেকে) গোটা মাখলূকের দুরূদ পাঠের সমপরিমাণ। আমি (হযরত সিদ্দীকে আকবার রা.) জিজ্ঞেস করলাম, সে দুরূদ কোনটি? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে দুরূদটি হলো:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ كَمَا يَنْبَغِيْ لَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ كَمَا اَمَرْتَنَآ اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ

(কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৩৮৫, হাদীস নং ৩৯৮১)

যে দুরূদের সাওয়াব এক হাজার দিন পর্যন্ত সত্তর জন ফেরেশতা লিখতে থাকবে

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের পক্ষ থেকে এমন প্রতিদান দাও, যার তিনি উপযুক্ত।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ একবার পাঠ করবে সত্তর জন ফেরেশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত তার জন্য নেকী লিখতে থাকবে। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ. ১০, পৃ. ২৫৪, হাদীস নং ১৭৩০৫)

অর্থাৎ এ দুরূদ শরীফ রমযানে একবার পাঠ করা হলে সত্তর জন ফেরেশতা ১৯২ বছর পর্যন্ত তার জন্য সাওয়াব লিখতে থাকবে। আর একশতবার পাঠ করলে সত্তর জন ফেরেশতা ১৯,১৭৮ হাজার বছর পর্যন্ত তার জন্য সাওয়াব লিখতে থাকবে। অতএব উক্ত দুরূদ শরীফটি বেশি বেশি পাঠ করা উচিত।

আশি বছর ইবাদতের সাওয়াব লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! উম্মি নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত বর্ষণ করো এবং তার পরিবারের উপরও বিশেষ শান্তি বর্ষণ করো।

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উপর দুরূদ পাঠ করা হলো পুলসিরাত অতিক্রমকালের নূর। যে ব্যক্তি জুম'আর দিন আমার উপর আশিবার দুরূদ পাঠ করবে তার আশি বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৭৫০, হাদীস নং ২১৪৯; আল-ফিরদাউস বিমা'ছূরিল খিতাব, খ. ২, পৃ. ৪০৮, হাদীস নং ৩৮১৩)

যে ব্যক্তি জুম'আর দিন আসরের নামাযের পর নিজ জায়গা থেকে উঠার পূর্বে আশিবার উক্ত দুরূদ পাঠ করবে তার আশি বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে এবং তার আমলনামায় আশি বছরের (নফল) ইবাদতের সাওয়াব লেখা হবে। (ফাযায়েল দুরূদ শরীফ, পৃ. ৩৮)

অর্থাৎ যদি রমযানে উক্ত দুরূদ শরীফটি আশিবার পাঠ করা হয় তাহলে (৭০ গুণ সাওয়াব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে) ৫,৬০০ বছরের নফল ইবাদতের সাওয়াব লেখা হবে এবং ৫,৬০০ বছরের সগীরা গুনাহ মাফ করা হবে।

অধিক সাওয়াবের দুরূদ

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চায় তার পঠিত দুরূদের সাওয়াব বড় দাড়িপাল্লায় মাপা হোক (অর্থাৎ বেশি সাওয়াব অর্জন করুক) সে

যেন এই দুরূদ শরীফ পাঠ করে।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং ৯৮২)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖٓ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি, তাঁর স্ত্রীগণ– মুমিনদের মাতাদের প্রতি, তাঁর সন্তান-সন্ততি ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ করো, যেমন তুমি রহমত বর্ষণ করেছ হযরত ইবরাহীম আ. এর প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও পবিত্র।

চল্লিশ হাজার নেকীর দু'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক, একক ও অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো স্ত্রী কিংবা সন্তান-সন্ততি নেই। তার সমতুল্য কেউ নেই।

ফযীলত ঃ হযরত তামীম দারী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দশবার এ দু'আ পাঠ করবে তার জন্য চল্লিশ হাজার নেকী লেখা হবে।

(মুসনাদে আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ১০৩, হাদীস নং ১৬৯৯৩)

এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকীর দু'আ

কেয়ামতের দিন সর্বোত্তম আমল

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ দু'আ একশতবার পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লিখবেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম, খ. ৪, পৃ. ২৭৯, হাদীস নং ৭৬৩৮)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ দু'আ সকাল-সন্ধ্যায় একশতবার পাঠ করবে, কেয়ামতের দিন কেউ তার এ কালেমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে না। শুধু ওই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে অধিক হারে এই কালেমা পাঠ করেছে।

(সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৭১, হাদীস নং ২৬৯২)

হযরত আবু যার রা. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, ''سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ'' পাঠ করা আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ১৬১, হাদীস নং ২১৪৬৬)

জান্নাতে এক হাজার বৃক্ষ রোপন

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি এ দু'আ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ) একবার পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে এক হাজার বৃক্ষ রোপন করা হবে, যেগুলোর মূল হবে স্বর্ণের এবং ডাল-পালা হবে মণিমুক্তার। তার মুকুল হবে কুমারী নারীর স্তনের ন্যায়, যা ফেনার চেয়েও কোমল ও মধু অপেক্ষা বেশি মিষ্ট। যখনই তার থেকে কিছু আহরণ করা হবে, তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

(কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৭১৮, হাদীস নং ২০৫৮)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দিনে একশতবার এ দু'আ পাঠ করবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় বেশি হয়। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৮৬, হাদীস নং ৬৪০৫)

পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করার চেয়ে উত্তম দু'আ

হযরত আবু উমামা রা. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি রাতের কষ্ট সহ্য করাকে ভয় পায় বা কৃপণতার কারণে তার জন্য মাল ব্যয় করা কঠিন বা কাপুরুষতার কারণে জিহাদের সাহস হচ্ছে না সে যেন ''سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ'' বেশি বেশি পাঠ করে। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করার চেয়েও অধিক প্রিয়। (তবরানী, খ. ৮, পৃ. ১৯৪, হাদীস নং ৭৮১১)

অতি ফযীলতপূর্ণ চারটি বাক্য

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ

وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা ও তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি- তাঁর সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তোষ পরিমাণ, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ এবং তাঁর বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।

ফযীলত ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া রা. থেকে বর্ণিত। একদিন ফজরের নামায পড়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব ভোরে আমার নিকট হতে বাহিরে গেলেন। তখন আমি জায়নামাযে বসা ছিলাম। অতঃপর হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাশতের সময় (সূর্যোদয় ও দ্বিপ্ররের মধ্যবর্তী সময়) প্রত্যাবর্তন করলেন। তখনও আমি তথায় বসা ছিলাম। হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর থেকে কি তুমি এ অবস্থায় আছ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কাছ থেকে যাওয়ার পর মাত্র চারটি বাক্য আমি তিনবার বলেছি। যদি এটাকে তুমি এ পর্যন্ত যা কিছু পাঠ করেছ তার বিপরীতে ওজন করা হয় তাহলে এর ওজনই অধিক হবে।

(সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৯০, হাদীস নং ২৭২৬)

দশ লক্ষ নেকীর দু'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁরই হাতে সকল কল্যাণ। আর তিনি সর্বশক্তিমান।

ফযীলত ঃ হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ হয়ে এ দু'আটি পাঠ করবে তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লেখা হয়, দশ লক্ষ গুনাহ মোচন করা হয় এবং দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। (পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছে) এবং জান্নাতে তার জন্য একটি মহল (প্রাসাদ) নির্মাণ করা হয়। [এ দু'আটি বাজারে থাকাকালীন সময় বেশি বেশি পাঠ করা উচিত]

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং ৩৪২৮ ও ৩৪২৯)

বিশ লক্ষ নেকীর দু'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি এক, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোনো সন্তান-সন্ততি নেই। তিনি কারও সন্তান নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আউফা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি একবার এ কালেমা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ২০ লক্ষ নেকী দান করবেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ. ১০, পৃ. ৯৫, হাদীস নং ১৬৮২৭;
ফাযায়েলে যিকির, পৃ. ১০৫)

অর্থাৎ রমাযানে প্রত্যেক নেক আমলের সাওয়াব ৭০ গুণ বৃদ্ধি পায়। তাহলে উক্ত দু'আটি একবার পাঠ করলে ১৪ কোটি সাওয়াব লেখা হবে। অতএব যে যত বেশি পাঠ করবে সে তত বেশি সাওয়াব লাভ করবে।

চারটি বৃহত্তর উপকারিতা

ফযীলত ঃ হযরত আলী রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হযরত জিবরাঈল আ. বলেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

পাঠ করবে। তাহলে সে-

১) দারিদ্রতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

২) কবরের ভয় ও নির্জনতা বিদূরিত হবে।

৩) অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিকভাবে ধনী হবে।

৪) জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

(তারীখে বাগদাদ, খ. ১২, পৃ. ৩৫৪, হাদীস নং ৬৭৯০;
কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৩৫৩, হাদীস নং ৩৮৯৬)

ছয়টি নেয়ামত

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। হযরত উসমান গনী রা. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কুরআনে কারীমের আয়াত ''لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ'' (আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁর কাছে) এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, 'আকাশ ও পৃথিবীর চাবি' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিম্নোক্ত কালেমাসমূহ :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

হে উসমান! যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আটি দশ দশবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ছয়টি নেয়ামত দান করবেনঃ

১) শয়তার ও শয়তানের বাহিনী থেকে সে নিরাপদ থাকবে।

২) অসংখ্য সাওয়াব প্রদান করা হবে।

৩) হূরের সাথে তাকে বিয়ে দেওয়া হবে।

৪) তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

৫) জান্নাতে ইবরাহীম আ. এর সাথে বাস করবে।

৬) তার মৃত্যুকালে বারো জন ফেরেশতা উপস্থিত হবে। তাকে জান্নাতের সুখবর শুনাবে। তাকে কবর থেকে সম্মানের সাথে (হাশরের মাঠে) নিয়ে যাওয়া হবে। মৃত ব্যক্তি কেয়ামতের ভয়াবহতা দ্বারা ভীত হলে তাকে সান্তনা দিয়ে বলবে, ভয় পেয়ো না! তুমি তো কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার সহজ হিসাব নিবেন এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ করবেন। ফেরেশতারা তাকে নববধূর ন্যায় সম্মানের সাথে হাশরের মাঠ থেকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। ফেরেশতারা তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে। অথচ তখনও অসংখ্য মানুষের হিসাব-কিতাব চলতে থাকবে। (রূহুল মা'আনী, খ. ২৪, পৃ. ২২;
রহমতুঁ ওয়ালে আ'মাল, পৃ. ১৭;
মুফতী আবদুর রউফ সাখ্খারভী দা. রা. সংকলিত)

জান্নাতের খাজানা

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত আর কারও কোনো ক্ষমতা নেই।

ফযীলত ঃ হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবু মূসা! আমি কি তোমাকে জান্নাতের খাজানার সন্ধান দিব? আমি বললাম, অবশ্যই দিন ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি বললেন, জান্নাতের খাজানা হলো- ''لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ''।

(সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৭৮, হাদীস নং ৬৪০৯)

নিরানব্বইটি রোগের চিকিৎসা

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ'' নিরানব্বইটি রোগের চিকিৎসা, যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট রোগ চিন্তা ও পেরেশানী। (মুস্তাদরাকে হাকেম, খ. ১, পৃ. ৭২৭, হাদীস নং ১৯৯০)

আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন বান্দা ''لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ'' পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন, আমার বান্দা সম্পূর্ণভাবে আমার অনুগত হয়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে।

(মু'জামুল আওসাত, খ. ৭, পৃ. ২৫, হাদীস নং ৬৭৪৫)

জান্নাতের দরজা

ফযীলত ঃ হযরত সা'দ ইবনে ইবাদাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ''لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ'' কে জান্নাতের দরজা বলে আখ্যায়িত করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৪২২, হাদীস নং ১৫৫১৮)

জান্নাতের গাছ

ফযীলত ঃ হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে ''لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ'' কে জান্নাতের গাছ বলা হয়েছে।

(মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ৪১৮, হাদীস নং ২৩৫৯৮)

দারিদ্র দূরিকরণের বিশেষ দু'আ

ফযীলত ঃ প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত মাকহুল রহ. বলেন, হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাকে বললেন, বেশি বেশি ''لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ'' পাঠ করো। কেননা এটা

জান্নাতের খাজানার একটা। হযরত মাকহুল রহ. বলেন, যে ব্যক্তি "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ" পাঠ করবে তার সত্তরটি কষ্ট দূর করে দেওয়া হবে, যার তুচ্ছটা হলো দারিদ্র।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৮০, হাদীস নং ৩৬০১)

শহীদী মৃত্যু লাভ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

অর্থ ঃ (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তুমি নির্দোষ, আমি গুনাহগার। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

ফযীলত ঃ হযরত সা'আদ ইবনে মালিক রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেউ যদি অসুস্থ্যতার দিনগুলোতে এ দু'আ চল্লিশবার পাঠ করে এবং ওই রোগে মারা যায় তাহলে সে শহীদী মৃত্যু লাভ করবে। আর যদি আরোগ্য লাভ করে তাহলে তার সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

(মুস্তাদরাকে হাকেম, খ. ১, পৃ. ৬৮৫, হাদীস নং ১৮৬৫)

কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এ আয়াত পাঠ করলে তার বিপদাপদ বিদূরিত হয়। এই আয়াতটি ইসমে আযম। তাই এর মাধ্যমে দু'আ করলে সে দু'আ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই কবুল করেন।

আল্লাহর রাস্তায় শাহীদ হওয়ার দু'আ

ফযীলত ঃ হযরত উমর রা. নিম্নোক্ত দু'আ সবসময় পাঠ করতেন। এর বরকতে তিনি শাহাদাত ও মদীনায় মৃত্যুর মর্যাদা লাভ করেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি খাঁটি মনে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে তাহলে সে নিজ বাড়িতে বিছানায় পড়ে মৃত্যু বরণ করলেও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُوْلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করো এবং তোমার রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শহরে (মদীনায়) আমাকে মৃত্যু দান করো। (সহীহ বুখারী, খ. ৩, পৃ. ২৩, হাদীস নং ১৮৯০)

জান্নাতুল ফিরদাউস লাভের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করছি।

ফযীলত ঃ যখন কোনো ব্যক্তি তিনবার জান্নাত কামনা করে, তখন জান্নাত নিজেই বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করো। (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬৯৯, হাদীস নং ২৫৭২) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তো জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে।

(সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১৬,
হাদীস নং ২৭৯০ থেকে সংগৃহিত)



৯ মিনিটে ৯ খতম
কুরআনের সাওয়াব

কুরআনে কারীম অবতীর্ণের মূল উদ্দেশ্য হলো তা বোঝা ও তার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা। তাই কুরআন মাজীদকে জীবনব্যবস্থায় পরিণত করার জন্য এর অংশবিশেষ প্রত্যহ তেলাওয়াত করা অত্যাবশ্যকীয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বর্ণনানুযায়ী মুমিনের উপর কুরআনে কারীমের হক হলো, বছরে দুইবার অর্থাৎ ছয় মাসে অন্তত একবার তা শেষ করা। কুরআনে কারীম অত্যন্ত বরকতময় কিতাব, যার দর্শন করা ইবাদত ও তেলাওয়াত করা বড়ই সাওয়াবের কাজ।

হাদীস শরীফে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সূরার অনেক বেশি ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে অসংখ্য সাওয়াব প্রদান করবেন। মুসলমান যদি এ সংক্ষিপ্ত সূরাগুলি দৈনিক পাঠ করে তাহলে অল্প সময়ে অধিক সাওয়াবের অধিকারী হতে পারবে। তবে এর সাওয়াব কখনই পূর্ণ কুরআন খতমের সমান নয়। পূর্ণ কুরআন খতমের সাওয়াব ও ফযীলত এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি। তাই পূর্ণরূপে কুরআন খতমের প্রবণতা যেন আমাদের মধ্যে অবশ্যই থাকে।

সূরা ফাতেহা (৩ বার)

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একবার 'সূরা ফাতিহা' পড়ার সাওয়াব কুরআনের দুই তৃতীয়াংশ পাঠের সমান অর্থাৎ ৩ বার পড়লে ২ খতম কুরআনের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

(মুসনাদে আবদ ইবনে হুমায়দ, খ. ১, পৃ. ২২৭, হাদীস নং ৬৭৮;
কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৬৮, হাদীস নং ২৪৯৫)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِکِ یَوۡمِ الدِّیۡنِ ؕ﴿۳﴾ اِیَّاکَ نَعۡبُدُ وَ اِیَّاکَ نَسۡتَعِیۡنُ ؕ﴿۴﴾ اِہۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِیۡمَ ۙ﴿۵﴾ صِرَاطَ الَّذِیۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡہِمۡ ۬ۙ غَیۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا الضَّآلِّیۡنَ ٪﴿۷﴾

আয়াতুল কুরসী (৪ বার)

ফযীলত ঃ একবার ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতম কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৮২, হাদীস নং ২৫৩৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِيْمُ ○

সূরা কদর (৪ বার)

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একবার ‘সূরা কদর’ পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতম কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।

(কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৫৪, হাদীস নং ২৭১০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۖۚ ﴿۱﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؕ ﴿۲﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ؕؔ ﴿۳﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۛۙ ﴿۴﴾ سَلٰمٌ ۛ قف هِیَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿۵﴾

সূরা যিলযাল (২ বার)

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একবার ‘সূরা যিলাযাল’ পড়ার সাওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান অর্থাৎ ২ বার পড়লে ১ খতম কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اِذَا زُلۡزِلَتِ الۡاَرۡضُ زِلۡزَالَهَا ۙ﴿۱﴾ وَ اَخۡرَجَتِ الۡاَرۡضُ اَثۡقَالَهَا ۙ﴿۲﴾ وَ قَالَ
الۡاِنۡسَانُ مَا لَهَا ۚ﴿۳﴾ یَوۡمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخۡبَارَهَا ۙ﴿۴﴾ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوۡحٰی
لَهَا ؕ﴿۵﴾ یَوۡمَئِذٍ یَّصۡدُرُ النَّاسُ اَشۡتَاتًا ۬ۙ لِّیُرَوۡا اَعۡمَالَهُمۡ ؕ﴿۶﴾ فَمَنۡ
یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَیۡرًا یَّرَهٗ ؕ﴿۷﴾ وَ مَنۡ یَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
یَّرَهٗ ٪﴿۸﴾

সূরা আদিয়াত (২ বার)

ফযীলত ঃ একবার ‘সূরা আদিয়াত’ পড়ার সাওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান অর্থাৎ ২ বার পড়লে ১ খতম কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (তাফসীর মাওয়াহিবুর রহমান, খ. ১, পৃ. ১৩)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَ الۡعٰدِیٰتِ ضَبۡحًا ۙ﴿۱﴾ فَالۡمُوۡرِیٰتِ قَدۡحًا ۙ﴿۲﴾ فَالۡمُغِیۡرٰتِ صُبۡحًا ۙ﴿۳﴾
فَاَثَرۡنَ بِهٖ نَقۡعًا ۙ﴿۴﴾ فَوَسَطۡنَ بِهٖ جَمۡعًا ۙ﴿۵﴾ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لِرَبِّهٖ
لَكَنُوۡدٌ ۚ﴿۶﴾ وَ اِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیۡدٌ ۚ﴿۷﴾ وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الۡخَیۡرِ لَشَدِیۡدٌ ؕ﴿۸﴾
اَفَلَا یَعۡلَمُ اِذَا بُعۡثِرَ مَا فِی الۡقُبُوۡرِ ۙ﴿۹﴾ وَ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوۡرِ ۙ﴿۱۰﴾ اِنَّ
رَبَّهُمۡ بِهِمۡ یَوۡمَئِذٍ لَّخَبِیۡرٌ ﴿۱۱﴾

সূরা কাফিরূন (৪ বার)

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একবার 'সূরা কাফিরূন' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতম কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ یٰۤاَیُّهَا الۡکٰفِرُوۡنَ ۙ﴿۱﴾ لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۙ﴿۲﴾ وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ﴿۳﴾ وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ﴿۴﴾ وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ؕ﴿۵﴾ لَکُمۡ دِیۡنُکُمۡ وَلِیَ دِیۡنِ ٪﴿۶﴾

সূরা নাসর (৪ বার)

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একবার 'সূরা নাসর' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুথাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতম কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ২৮৯৫)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰهِ وَ الۡفَتۡحُ ۙ﴿۱﴾ وَ رَاَیۡتَ النَّاسَ یَدۡخُلُوۡنَ فِیۡ دِیۡنِ اللّٰهِ اَفۡوَاجًا ۙ﴿۲﴾ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّکَ وَ اسۡتَغۡفِرۡهُ ؕ اِنَّهٗ کَانَ تَوَّابًا ٪﴿۳﴾

সূরা ইখলাস (৩ বার)

ফযীলত ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. রসূলুল্লহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, একবার 'সূরা ইখলাস' পড়ার সাওয়াব কুরআনের

এক তৃতাংশের সমান অর্থাৎ ৩ বার পড়লে ১ খতম কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।

(সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং ৫০১৩;
জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং ২৮৯৬)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ٪﴿۴﴾

জান্নাতে মহল নির্মাণ

ফযীলত ঃ হযরত সাঈদ ইবনে আল-মুসায়্যাব রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দশবার সূরা ইখলাস পাঠ করবে তার জন্য বেহেশতে একটি বালাখানা নির্মাণ করা হবে। যে বিশবার পাঠ করবে তার জন্য বেহেশতে দু'টি বালাখানা নির্মাণ করা হবে এবং যে ত্রিশবার পাঠ করবে তার জন্য বেহেশতে তিনটি বালাখানা নির্মাণ করা হবে। হযরত উমর রা. এ অল্প আমলের এত বেশি পুরস্কারের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার রহমত তোমাদের প্রতি এরচেয়েও অনেক প্রশস্ত।

(সুনানে দারেমী, খ. ২, পৃ. ৫৫১, হাদীস নং ৩৪২৯)

পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ হয়

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বার 'সূরা ইখলাস' পাঠ করবে তার পঞ্চাশ বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

(সুনানে দারেমী, খ. ৪, পৃ. ২১৬৫, হাদীস নং ৩৪৮১)

আযাব হতে মুক্ত

ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামায কিংবা নামাযের বাইরে একশবার 'সূরা ইখলাস' পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে 'জাহান্নাম হতে মুক্ত' লিখে দিবেন।

(তবরানী, খ. ১৮, পৃ. ৩৩১, হাদীস নং ১৫৫৬২)

দুইশ বছরের গুনাহ মাফ হয়

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুইশবার 'সূরা ইখলাস' পাঠ করবে তার দুইশ বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। (শু'আবুল ঈমান, খ. ৪, পৃ. ১৪৬, হাদীস নং ২৩১১)

জানাযায় লক্ষাধিক ফেরেশতার অংশগ্রহণ

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। একবার হযরত জিবরাঈল আ. হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! মুআবিয়া ইবনে মুআবিয়া আল-মুযানী রা. মৃত্যু বরণ করেছে। আপনি কি তার জানাযার নামায পড়তে চান? (আপনি ইচ্ছা পোষণ করলেন) অতঃপর হযরত জিবরাঈল আ. নিজের পাখা মারলেন যার কারণে কোনো গাছ কিংবা পর্দা বাকি রইল না। মাঝখানের সমস্ত জিনিস ধ্বংস হয়ে গেল এবং তার জানাযা হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে হাজির করা হলো। তিনি জানাযা দেখলেন এবং তার জানাযার নামায পড়লেন। ফেরেশতাদের দুটি কাতার তার জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করল। প্রত্যেক কাতারে সত্তর হাজার ফেরেশতা ছিল। আমি (রসূলুল্লাহ) জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! সে কী আমলের দরুন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এই মর্যাদা লাভ করল? হযরত জিবরাঈল আ. উত্তর দিলেন, সূরা ইখলাসের সাথে তার অধিক মহব্বত থাকার কারণে এবং আসা-যাওয়া, ওঠাবসা ও সর্বাবস্থায় সূরা ইখলাস পাঠ করার কারণে।

(কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৬৬, হাদীস নং ২৭৪১)

এক হাজার আয়াত পাঠের সাওয়াব

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একবার ‘সূরা তাকাছুর’ পাঠ করার সাওয়াব এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান।

(শু‘আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং ২৫১৮)

সূরা তাকাছুর

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَلۡهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰی زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۳﴾
ثُمَّ كَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ؕ﴿۴﴾ كَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡیَقِیۡنِ ؕ﴿۵﴾ لَتَرَوُنَّ
الۡجَحِیۡمَ ۙ﴿۶﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیۡنَ الۡیَقِیۡنِ ۙ﴿۷﴾ ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ یَوۡمَئِذٍ
عَنِ النَّعِیۡمِ ٪﴿۸﴾



সকাল-সন্ধ্যার ফযীলতপূর্ণ আমল

জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু‘আ (৭ বার)

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

ফযীলত ঃ হযরত হারিস ইবনে মুসলিম তামীমী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামায শেষে কারও সাথে কথাবার্তা বলার পূর্বে এই দু‘আ সাতবার পাঠ করবে সে ব্যক্তি যদি ওই রাতে বা দিনে মারা যায় তাহলে অবশ্যই জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪১, হাদীস নং ৫০৭৯)

সকল পেরেশানী থেকে মুক্তির দু‘আ (৭ বার)

حَسْبِیَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোনো মা’বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

(সূরা তওবা, ৯: ১২৯)

ফযীলত ঃ হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সাতবার এই আয়াত পাঠ করবে, তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল পেরেশানীর জন্য আল্লাহ তা‘আলা যথেষ্ট হয়ে যাবেন। (তাফসীর রূহুল মা‘আনী, খ. ১১, পৃ. ৫৩; সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪২, হাদীস নং ৫০৮১)

সকল বিপদাপদ থেকে হেফাযতের দু‘আ (৩ বার)

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ
وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, যাঁর নামের গুণে কোনো কিছু আসমান কিংবা জমিনে কারও কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

ফযীলত ঃ হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এই দু‘আ তিনবার পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত সে কোনো বিপদে পতিত হবে না। আর যে ব্যক্তি সকালে এই দু‘আ তিনবার পাঠ করবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কোনো বিপদে পতিত হবে না।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৪, হাদীস নং ৫০৮৮;
জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৫, হাদীস নং ৩৩৮৮)

জান্নাত লাভের দু‘আ (৩ বার)

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

অর্থ ঃ আমি আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি।

ফযীলত ঃ হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে এই দু‘আ পাঠ করবে, আল্লাহ তা’আলার উপর অবধারিত হবে কেয়ামতের দিন তাকে (জান্নাত দানের মাধ্যমে) খুশি করা।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৫, হাদীস নং ৩৩৮৯)

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দু‘আ পাঠ করবে আমি যেম্মা নিচ্ছি কেয়ামতের দিন তার হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ. ১০, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ১৭০০৫)

বিপদাপদ থেকে হেফাযতের দু'আ

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা মু'মিনের শুরুর তিন আয়াত ও আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ২৮৭৯)

আয়াতুল কুরসী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ○

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই। তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে এবং পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

(সূরা বাকারা, ২: ২৫৫)

সূরা মু'মিনের শুরুর আয়াতসমূহ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

حٰمٓ ○ تَنۡزِیۡلُ الۡكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِیۡزِ الۡعَلِیۡمِ ○ غَافِرِ الذَّنۡۢبِ وَقَابِلِ التَّوۡبِ شَدِیۡدِ الۡعِقَابِ ذِی الطَّوۡلِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَیۡهِ الۡمَصِیۡرُ ○

অর্থ ঃ হা-মীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট থেকে, যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।
(সূরা মুমিন, ৪০: ১-৩)

সত্তর হাজার ফেরেশতা দু'আ করবে

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত

اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি সকল দৃশ্য-অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। তিনি পরম দয়াময় অসীম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল ও মহিমান্বিত (অহংকারের অধিকারী)। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা আর উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনিই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর, ৫৯: ২২-২৪)

ফযীলত ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে তিনবার "اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" পড়ার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ৭০ হাজার

ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকবে। আর যদি সে ব্যক্তি ওই দিন মারা যায় তবে তার শহীদী মৃত্যু হবে। অনুরূপ যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ আমল করবে সেও উক্ত সম্মানের অধিকারী হবে।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৮২, হাদীস নং ২৯২২)

সকল মাখলূকের অনিষ্ট থেকে হেফাযতের দু'আ (৩ বার)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে আমি তাঁর কালেমাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি।

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! গত রাতে একটি বিচ্ছু আমাকে দংশন করেছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, যদি তুমি এই দু'আ পাঠ করতে তাহলে কোনো কিছু (সাপ-বিচ্ছুসহ কোনো মাখলূক) তোমার ক্ষতি করতে পারত না।

(সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮১, হাদীস নং ২৭০৯)

বিঃ দ্রঃ এ দু'আটি হিসনে হাসীন, পৃ. ৬৯ এ সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীসগ্রন্থে শুধু সন্ধ্যায় তিনবার পাঠ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করাতে উপকার ছাড়া কোনো ক্ষতি নেই।

শারীরিক নিরাপত্তার দু'আ (৩ বার)

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ، اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখো আমার শরীরগতভাবে; হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখো আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে; হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখো আমার দৃষ্টিশক্তিতে। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই।

ফযীলত ঃ হযরত আবু বাকরা রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সকালে তিনবার ও বিকালে তিনবার এই দু'আ পাঠ করতে শুনেছি। তাই আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ সুন্নাতের উপর আমল করতে ভালোবাসি।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৫, হাদীস নং ৫০৯০)

কুফরী, দারিদ্র ও কবরের আযাব থেকে হেফাযাতের দু'আ (৩ বার)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কুফরী এবং দারিদ্র থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কবরের আযাব থেকে। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই।

ফযীলত ঃ হযরত আব্বাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালে তিনবার ও বিকালে তিনবার এই দু'আ পাঠ করতেন।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৫, হাদীস নং ৫০৯০)

সকল অনিষ্ট থেকে হেফাযতের আমল (৩ বার)

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব রা. থেকে বর্ণিত। আমরা এক ঘুটঘুটে অন্ধকার ও বৃষ্টিমুখর রাতে আমাদেরকে নামায পড়ানোর জন্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খোঁজে বের হলাম। আমরা তাঁর সাক্ষাত পেলে তিনি বলেন, বলো! কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবারও বললেন, বলো! কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। তিনি তৃতীয় বার বললেন, বলো! এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কী বলব? তিনি বললেন, তুমি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে "সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস" পড়বে। তা প্রতেক জিনিসের ব্যাপারে (অর্থাৎ অনিষ্ট থেকে) তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৩, হাদীস নং ৫০৮২;
জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৬৭, হাদীস নং ৩৫৭৫)

সূরা ইখলাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

সূরা ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿۵﴾

সূরা নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

সমস্যা সমাধানের বিশেষ দু‘আ

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীব! হে সবকিছুর ধারক! আমি তোমার রহমতের মাধ্যমে তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। তুমি আমার সকল হাল-অবস্থা সংশোধন করে দাও এবং আমাকে অতি সামান্য সময়ের জন্যও প্রবৃত্তির কাছে ন্যস্ত করো না।

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা রা. কে বললেন, আমি তোমাকে অসীয়ত করছি, “সকাল ও সন্ধ্যায় উক্ত দু'আটি পাঠ করবে।”

(মুস্তাদরাকে হাকেম, খ. ১, পৃ. ৭৩০, হাদীস নং ২০০০;
শু‘আবুল ঈমান লিল-বায়হাকী, খ. ২, পৃ. ৩২৪, হাদীস নং ৭৮০)

বিপদের সময় এ দু‘আটি সেজদার মধ্যে পড়া খুবই কার্যকরী। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে সেজদায় পড়ে এ দু‘আটি বারবার পড়েছিলেন। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৮১)

আকস্মিক কল্যাণ চাওয়া ও আকস্মিক অমঙ্গল থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فُجَآءَةِ الْخَيْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فُجَآءَةِ الشَّرِّ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আকস্মিক কল্যাণ চাই এবং আকস্মিক অমঙ্গল থেকে পানাহ চাই।

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আটি পাঠ করতেন। যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আ পাঠ করবে সে আকস্মিক বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ২২, হাদীস নং ৩৯)

জান্নাত লাভের দু‘আ

সাইয়েদুল ইস্তেগফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ
وَاَبُوْٓءُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার রব। তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর কায়েম আছি। আমি যে গুনাহ করেছি তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার উপর তোমার দানকৃত নেয়ামতসমূহ আমি স্বীকার করছি এবং নিজের পাপরাশিও স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

ফযীলত ঃ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে এই ইস্তেগফার দিনে পড়বে সে যদি ওই দিন সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে রাতে পড়বে সে যদি সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৭, হাদীস নং ৬৩০৬;
জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৭, হাদীস নং ৩৩৯৩)

কালেমায়ে তাওহীদ (১০ বার)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর জন্য এবং তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

ফযীলত ঃ হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় দশবার এ কালেমা পড়বে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, তার আমলনামা থেকে দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে, সে দশটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে এবং সারাদিন ও সারারাত সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (তবরানী, খ. ৪, পৃ. ১২৮, হাদীস নং ৩৮৮৪)

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি এ দু'আটি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার পাঠ করবে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, তার আমলনামা থেকে দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে, সে দশটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে এবং সে সারাদিন ও সারারাত সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (তবরানী, খ. ৪, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং ৪০৯৩; কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২০৫, হাদীস নং ৩৪৬৫)

পার্থিব বিপদাপদ ও আল্লাহর গজব থেকে রক্ষার আমল (১০ বার)

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

ফযীলত ঃ শায়খ দায়লামী রহ. হযরত আবু বকর রা. এর সূত্রে একটি হাদীসে কুদসী বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "(হে মুহাম্মাদ!) আপনি আপনার উম্মতকে বলে দিন তারা যেন সকালে দশবার, সন্ধ্যায় দশবার এবং শোয়ার সময় দশবার 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করে। এটা তাদেরকে শোয়ার সময় দুনিয়ার বিপদ থেকে, বিকালে শয়তানের প্রতারণা থেকে এবং ভোরে আমার নিকৃষ্ট গজব থেকে রক্ষা করবে।" (আল-ফিরদাউস বিমা'ছূরিল খিতাব, খ. ৫, পৃ. ২৪৮, হাদীস নং ৮০৯৩)

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ লাভের আমল (১০ বার)

ফযীলত ঃ হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি সকালে ১০ বার ও সন্ধ্যায় ১০ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে সে কেয়ামতের দিন অবশ্যই আমার সুপারিশ লাভ করবে। (ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ, পৃ. ২৫)

সকাল-সন্ধ্যায় যিকিরের ফযীলত

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে একটি হাদীসে কুদসী বর্ণিত আছে, "হে আদম সন্তান! ফজর ও আসরের নামযের পর কিছুক্ষণের জন্য

আমাকে স্মরণ (আমার যিকির) করো তাহলে উভয় নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব।"

(ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, খ. ১, পৃ. ৩৩৩)

সুবহানাল্লাহ! যার জন্য আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট হয়ে যান তার আর কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। অতএব, ফজর ও আসরের পর কিছুক্ষণের জন্য হলেও অবশ্যই যিকির করা উচিত। অন্তত 'তাসবীহে ফাতেমী' যেন কোনোভাবেই বাদ না পড়ে। তাসবীহে ফাতেমীতে অভ্যস্থ হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে 'তিন তাসবীহ' ও 'বারো তাসবীহ' ইত্যাদি পাঠ করবে।

অসংখ্য সাওয়াব লাভ

ফযীলত ঃ হযরত আমর ইবনে শু'আইব রা. তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"سُبْحَانَ اللهِ" যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একশতবার পাঠ করল সে যেন একশতবার হজ্ব করল।

"اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একশতবার পাঠ করল সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য একশত ঘোড়া দান করল।

"لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ" যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একশতবার পাঠ করল সে যেন হযরত ইসমাঈল আ. এর বংশধর একশত দাস মুক্ত করল।

"اَللهُ اَكْبَرُ" যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা একশতবার পাঠ করল ওই দিন তার চেয়ে শুধু ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে ব্যক্তি ওইদিন তার চেয়ে অধিক পরিমাণে এই তাসবীহ পাঠ করল।

(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫১৩, হাদীস নং ৩৪৭১)

ঋণ পরিশোধ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি। অক্ষমতা ও অলসতা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি। কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের অত্যাচার থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

ফযীলত ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু উমামা রা. কে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন দু'আ শিখাব যা পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তোমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং ঋণ পরিশোধ করে দিবেন। আবু উমামা রা. বলল, জী হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই শিক্ষা দিন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আটি পাঠ করো।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৮৪, হাদীস নং ১৫৫৫)

মঙ্গল চাওয়া ও অমঙ্গল থেকে নিরাপত্তার দু'আ

مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ (তাই হয়েছে) যা আল্লাহ চেয়েছেন। আল্লাহ ব্যতীত আর কারও কোনো ক্ষমতা নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল।

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই দু'আটি সকালে পাঠ করবে তাকে ওই দিনের মঙ্গল প্রদান করা হবে এবং সে ওই দিনের অমঙ্গল থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঠ করবে তাকে ওই রাতের মঙ্গল প্রদান করা হবে এবং সে ওই রাতের অমঙ্গল থেকে নিরাপদ থাকবে।

(ইবনুস সুন্নী, পৃ. ২৮, হাদীস নং ৫৩)

প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে হেফাযতের দু'আ

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা। আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। আমি তোমার আশ্রয় চাই আমার অন্তরের অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে।

ফযীলত ঃ উক্ত দু'আটি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. কে সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমানোর সময় পড়তে বলেছেন।
(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৭, হাদীস নং ৩৩৯২)

দিন-রাতের গুনাহ মোচনের দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، رَبِّيَ اللهُ لَآ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَّاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল কায়েস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমান যেন সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আ পাঠ করে। যে ব্যক্তি সকালে এই দু'আ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা বিকাল পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি বিকালে এই দু'আ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা সকাল পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ করে দিবেন। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৩১, হাদীস নং ৫৯)

সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায়

اَللّٰهُمَّ مَآ اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সকালে আমার প্রতি যে নেয়ামত পৌঁছেছে তা শুধু তোমার পক্ষ থেকে। এতে তোমার কোনো শরীক নেই। সুতরাং প্রশংসা এবং শোকর শুধু তোমারই জন্য।

ফযীলত ঃ আবদুল্লাহ ইবনে গান্নাম বায়্যাদ্বী রা. থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি উক্ত দু'আটি সকালে পাঠ করল সে তার ওই দিনের শোকর আদায় করল। আর যে ব্যক্তি উক্ত দু'আটি সন্ধ্যায় পাঠ করল সে তার ওই রাতের শোকর আদায় করল। (সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩৮, হাদীস নং ৫০৭৩)

সকল প্রকারের নিরাপত্তার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَائِيْ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِيْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিজন ও মাল-সম্পদ সম্পর্কে নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমার দোষসমূহ ঢেকে রাখো এবং ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নিরাপদে রাখো। হে আল্লাহ! তুমি আমার হেফাযত করো আমার সামনে থেকে, আমার পিছন থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপর থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদার অসিলায় পানাহ চাই মাটিতে ধসে পড়া থেকে।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আটি পাঠ করা থেকে কখনও বিরত থাকেননি । (সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩৮, হাদীস নং ৫০৭৪)

দুর্ঘটনা থেকে হেফাযতের বিশেষ দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا شَآءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عِلْمًا. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَاۤ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

ফযীলত ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা রা. এর নিকট এসে বলল, আপনার বাড়ি জ্বলে গেছে। তিনি বললেন, জ্বলেনি। অপর এক ব্যক্তি এসে তাকে বলল, আগুন লেগেছিল কিন্তু আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছামাত্র নিভে গেল। তিনি বললেন, আমি জানতাম আল্লাহ তা'আলা এমন করবেন না (অর্থাৎ আমার ঘর জ্বালাবেন না)। কেননা আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি এই দু'আ সকালে পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হবে না এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে সকাল পর্যন্ত সে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হবে না। আর আমি সকালে এ দু'আটি পড়েছিলাম।

(কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৭৫০, হাদীস নং ৪৯৬০)

জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ (৪ বার)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلٰٓئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি সকালে প্রবেশ করেছি। আমি সাক্ষী করছি তোমাকে, তোমার আরশ বহনকারীদেরকে, তোমার অপর ফেরেশতাদেরকে ও তোমার সকল সৃষ্টিকে যে, তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কেনো মা'বূদ নেই। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার বান্দা ও রসূল।

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আ একবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি দু'বার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার অর্ধেক জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার তৃয়াংশ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। আর যে ব্যক্তি চারবার পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পুরোপুরিভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন। (সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩৮, হাদীস নং ৫০৬৯; আদাবুল মুফরাদ, খ. ১, পৃ. ৪১২, হাদীস নং ১২০১)

সার্বিক কল্যাণের দু'আ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

اَفَحَسِبۡتُمۡ اَنَّمَا خَلَقۡنٰکُمۡ عَبَثًا وَّاَنَّکُمۡ اِلَیۡنَا لَا تُرۡجَعُوۡنَ ○ فَتَعٰلَی اللّٰہُ الۡمَلِکُ الۡحَقُّ ۚ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ ۚ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡکَرِیۡمِ ○ وَمَنۡ یَّدۡعُ مَعَ اللّٰہِ اِلٰـہًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرۡہَانَ لَہٗ بِہٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُہٗ عِنۡدَ رَبِّہٖ ؕ اِنَّہٗ لَا یُفۡلِحُ الۡکٰفِرُوۡنَ ○ وَقُلۡ رَّبِّ اغۡفِرۡ وَارۡحَمۡ وَاَنۡتَ خَیۡرُ الرّٰحِمِیۡنَ ○

ফযীলত ঃ হযরত ইবরাহীম বিন হারিস তামীমী রা. বলেন, এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় আমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা উক্ত আয়াতগুলি পাঠ করতে বলেন। আমরা উক্ত আয়াতগুলি পাঠ করতে থাকি ফলে আমরা গনীমতের সম্পদসহ নিরাপত্তার সাথে ফিরে আসি।

(তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৩, পৃ. ৪৭৪;
তাফসীর রূহুল মা'আনী, খ. ৯, পৃ. ৩৬২)

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাযতের দু'আ

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা। আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। আমি তোমার আশ্রয় চাই আমার মনের অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে।

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। হযরত আবু বকর রা. হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করার জন্য কোনো দু'আ বলে দিন। তখন হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উক্ত দু'আটি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করতে বলেন।

(জামে তিরমিযী, খ. ১১, পৃ. ২৫৩, হাদীস নং ৩৩১৪)

দিন-রাতে ছুটে যাওয়া আমলের ক্ষতিপূরণ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ○ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ○ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ○

অর্থ ঃ সুতরাং, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করো সন্ধ্যায় ও সকালে এবং বিকালে ও যোহরের সময়ে; আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। তিনিই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে। (সূরা রূম, ৩০: ১৭-১৯)

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি উক্ত আয়াতগুলি সকালে পাঠ করবে সে বিকাল পর্যন্ত ছুটে যাওয়া আমলের সাওয়াব পাবে এবং যে ব্যক্তি এই আয়াতগুলি সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত ছুটে যাওয়া আমলের সাওয়াব পাবে।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪০, হাদীস নং ৫০৭৬)

মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আ. এর নাম 'প্রকৃত বন্ধু' কেন রেখেছিলেন? কারণ তিনি উক্ত আয়াতগুলি 'تُظْهِرُوْنَ' পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করতেন।

(তাফসীর ইবনে কাসীর, খ. ৪, পৃ. ১৬৬)

দ্রষ্টব্য ঃ যেসব দু'আ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর, শুধু সকাল কিংবা শুধু সন্ধ্যায় পড়তে হয় সেগুলি সকাল-সন্ধ্যায়ও পড়তে হবে। প্রত্যেক ফরয নামাযের পরের আমলসমূহ ৬২নং পৃষ্ঠায়, শুধু সকালের আমলসমূহ ৫৪নং পৃষ্ঠায় এবং শুধু সন্ধ্যার আমলসমূহ ৫৯নং পৃষ্ঠায় দেখুন।

○○○

সকালের ফযীলতপূর্ণ আমল

ইলম, রিযিক ও মাকবুল আমলের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী ইলম, পবিত্র রিযিক এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

ফযীলত ঃ হযরত উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের সালাম ফিরিয়ে এই দু'আ পাঠ করতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. ৮৫, হাদীস নং ৯২৫)

অধিক সাওয়াবের চারটি বাক্য (৩ বার)

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهٖ

سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ; আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর সন্তোষ পরিমাণ; আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ; আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ।

ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জুওয়াইরিয়া রা. কে বলেছেন, এই চারটি বাক্য তিনবার পাঠ করলে অধিক সাওয়াব অর্জন হয় এবং এই বাক্যগুলি দাড়িপাল্লায় খুবই ওজন রাখে।

(মুসনাদে আহমাদ, খ. ১, পৃ. ২৫৮, হাদীস নং ২৩৩৪)

সকালে পড়ার দু'আ

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرِ مَا فِيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا فِيْهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْٓءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর করুণায় সকালে প্রবেশ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব আর তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রক। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ দিবসের কল্যাণ কামনা করি এবং এতে যে অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অলসতা, জরাগ্রস্ততা, সম্মানহানীকর বার্ধক্য এবং দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের আযাব থেকে।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালে এই দু'আ পাঠ করতেন।

(সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৮, হাদীস নং ২৭২৩)

সকালে পড়ার আরেকটি দু'আ

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَآ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ ঃ আমরা সকালে প্রবেশ করেছি ইসলামের ফিতরাত সহকারে, কালেমায়ে তাওহীদ সহকারে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম হানীফের মিল্লাতের উপর। তিনি হকপন্থী ও মুসলমান ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুর রহমান বিন আবযী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৪০৭, হাদীস নং ১৫৪০০)

সকালে পড়ার সংক্ষিপ্ত দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার কুদরতে আমরা সকালে প্রবেশ করি এবং তোমার কুদরতে আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করি। তোমার কুদরতে আমরা জীবিত থাকি, তোমার কুদরতে আমরা মৃত্যুবরণ করি। আর তোমার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালে এই দু'আ পাঠ করতেন।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩৭, হাদীস নং ৫০৬৮)

সকল বিপদাপদ থেকে মুক্তির দু'আ

بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামের বরকত হোক আমার নফসের উপর, আমার পরিবারের উপর এবং আমার মালের মধ্যে।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অভিযোগ করল যে, সে অনেক বিপদগ্রস্ত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সকালে এ দু'আ পাঠ করতে বললেন; এবং বললেন তোমার কোনো বিপদ থাকবে না। সে এ দু'আ পড়তে থাকল এবং তার সকল বিপদ শেষ হয়ে গেল।

(ইবনুস সুন্নী, পৃ. ২৮, হাদীস নং ৫১)

সকালে পাঠ করার আরও একটি দু‘আ (৩ বার)

اَصْبَحْتُ يَا رَبِّ اَشْهَدُكَ، وَاَشْهَدُ مَلٰٓئِكَتَكَ وَاَنْبِيَآءَكَ وَرُسُلَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ عَلٰى شَهَادَتِيْ عَلٰى نَفْسِيْ اِنِّيْٓ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاُؤْمِنُ بِكَ وَاَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি সকালে প্রবেশ করেছি। আমি নিজের সাক্ষী করছি তোমাকে, সাক্ষী করছি তোমার ফেরেশতাদেরকে, তোমার নবী ও রসূলদেরকে এবং তোমার সকল সৃষ্টিকে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত কেনো মা’বূদ নেই। তুমি এক, তোমার কোনো শরীক নেই। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার বান্দা ও রসূল। আমি তোমার উপর ঈমান আনছি এবং তোমার উপর ভরসা করছি।

ফযীলত ঃ হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালে এই দু‘আ তিনবার পাঠ করতেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ. ১০, পৃ. ১৬২, হাদীস নং ১৭০১৯;
মাকারিমুল আখলাক লিল-খারায়েতী, খ. ২, পৃ. ৩৯২, হাদীস নং ৮২৯;
ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৯৭, হাদীস নং ৫২)

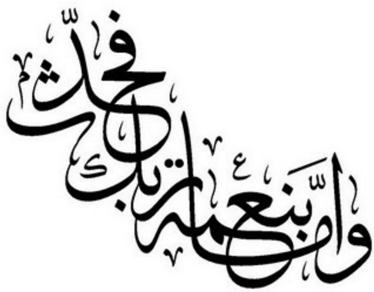
নেয়ামতের পূর্ণতা লাভের দু‘আ (৩ বার)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَصْبَحْتُ مِنْكَ فِيْ نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ فَاَتِمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামত, নিরাপত্তা ও দোষ-ত্রুটির গোপনীয়তার সাথে সকাল করেছি। তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে

তোমার নেয়ামত, নিরাপত্তা ও দোষ-ত্রুটির গোপনীয়তাকে আমার উপর পরিপূর্ণ করে দাও।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দু‘আ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে নিজ নেয়ামত দ্বারা অবশ্যই পরিপূর্ণ করে দিবেন। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ২৯, হাদীস নং ৫৫)



সন্ধ্যার ফযীলতপূর্ণ আমল

সন্ধ্যায় পড়ার দু‘আ

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْٓءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর করুণায় সন্ধ্যায় প্রবেশ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা’বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব আর তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রক। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ রাত্রির কল্যাণ কামনা করি এবং এতে যে অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অলসতা, জরাগ্রস্ততা, সম্মানহানীকর বার্ধক্য এবং দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের আযাব থেকে।

(সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৮, হাদীস নং ২৭২৩)

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিকালে এই দু‘আ পাঠ করতেন।

(সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৮, হাদীস নং ২৭২৩)

সন্ধ্যায় পড়ার সংক্ষিপ্ত দু‘আ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার কুদরতে আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করি এবং তোমার কুদরতে আমরা সকালে প্রবেশ করি। তোমার কুদরতে আমরা জীবিত থাকি,

তোমার কুদরতে আমরা মৃত্যুবরণ করি। আর মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে তোমারই কাছে গমন করব।

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করতেন।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩৭, হাদীস নং ৫০৬৮)

সন্ধ্যায় পড়ার আরেকটি দু'আ

اَمْسَيْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَآ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ ঃ আমরা বিকালে প্রবেশ করেছি ইসলামের ফিতরাত সহকারে, কালেমায়ে তাওহীদ সহকারে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম হানীফের মিল্লাতের উপর। তিনি হকপন্থী ও মুসলমান ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুর রহমান বিন আবযী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় এই দু'আ পাঠ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৪০৭, হাদীস নং ১৫৪০০)

নেয়ামতের পূর্ণতা লাভের দু'আ (৩ বার)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَمْسَيْتُ مِنْكَ فِىْ نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ فَاَتِمَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নেয়ামত, নিরাপত্তা ও দোষ-ত্রুটির গোপনীয়তার সাথে বিকাল করেছি। তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার নেয়ামত, নিরাপত্তা ও দোষ-ত্রুটির গোপনীয়তাকে আমার উপর পরিপূর্ণ করে দাও।

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এই দু'আ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজ নেয়ামত দ্বারা অবশ্যই পরিপূর্ণ করে দিবেন। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ২৯, হাদীস নং ৫৫)



প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ফযীলতপূর্ণ আমল

প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফিরিয়ে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিদাতা, শান্তি তোমার পক্ষ থেকেই। তুমি সম্মান ও মর্যাদার মালিক।

ফযীলত ঃ হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর তিনবার ইস্তেগফার এবং (একবার) এই দু'আ পাঠ করতেন।

(সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৪১৪, হাদীস নং ৫৯১)

কেউ কেউ ফরয নামাযের পর উক্ত দু'আর পরিবর্তে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে থাকেন, তবে এটা মাসনূন দু'আ নয়।

(মিরকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৩৮৫)

اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ

নামাযের পর ডান হাত মাথায় রেখে পড়বে

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ ، اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (শুরু করছি) যিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি অতি করুণাময় ও দয়ালু। হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দাও।

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের শেষে ডান হাত মাথায় বুলিয়ে এই দু'আ পাঠ করতেন। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৫৯, হাদীস নং ১১২; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ. ১০, পৃ. ১৪৪, হাদীস নং ১৬৯৭১)

ইস্তেগফার (৩ বা ৭ বার)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আর আমি তাঁর সমীপে তওবা করছি।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এই ইস্তেগফারটি তিনবার পাঠ করবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে থাকে। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৭১, হাদীস নং ১৩৭)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সত্তরবার ইস্তেগফার করবে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং স্বচক্ষে নিজ স্ত্রী (হূর) ও নিজ বাসস্থান (প্রাসাদ) না দেখা পর্যন্ত সে পরলোক গমন করবে না।

(কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৭৩৪, হাদীস নং ২১০৪)

কালেমায়ে তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٍ ، اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَآ اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি এক তাঁর কোনো শরীক নেই। (মহাবিশ্বের) রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও তা কেউ রোধ করতে পারে না আর তুমি যা

রোধ করতে চাও তা কেউ দিতে পারে না এবং কোনো সম্পদশালীকে তার সম্পদ তোমার থেকে রক্ষা করতে পারে না।

ফযীলত ঃ মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই দু'আটি পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৬৯, হাদীস নং ৮৪৪; সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪১৪, হাদীস নং ৫৯৩)

আল্লাহর যিকির ও শোকরের জন্য সাহায্য চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার যিকির, তোমার শোকর এবং তোমার উত্তম ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করো।

ফযীলত ঃ হযরত মু'আয রা. কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মুয়ায! আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে অসিয়ত করছি প্রত্যেক নামাযের পর এই দু'আ অবশ্যই পাঠ করবে।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৭৫, হাদীস নং ১৫২২)

কুফরী, দারিদ্র ও কবরের আযাব থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কুফরী, দারিদ্র ও কবরের আযাব থেকে।

ফযীলত ঃ হযরত মুসলিম ইবনে আবী বকরাহ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর এই দু'আ পাঠ করতেন। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ৩৯, হাদীস নং ২০৪২৫)

কাপুরুষতা ও কৃপণতা ইত্যাদি থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কাপুরুষতা থেকে, আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কৃপণতা থেকে। আমি তোমার নিকট পানাহ চাই অকর্মণ্য বয়স থেকে এবং আমি তোমার নিকট পানাহ চাই দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের শাস্তি থেকে।

ফযীলত ঃ হযরত সা'আদ রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর এসব জিনিস থেকে পানাহ চাইতেন।
(সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ২৩, হাদীস নং ২৮২২)

জান্নাতে প্রবেশে শুধু মৃত্যু অন্তরায় থাকবে

ফযীলত ঃ হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জান্নাতে প্রবেশ করায় মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো কিছু অন্তরায় থাকবে না।
(তবরানী, খ. ৮, পৃ. ১১৪, হাদীস নং ৭৫৩২)

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে (হেফাযতে) থাকবে। (তবরানী, খ. ৩, পৃ. ৮৩, হাদীস নং ২৭৩৩)

আয়াতুল কুরসী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا

بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে এবং পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না; কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা বাকারা, ২: ২৫৫)

যথেষ্ট পরিমাণ সাওয়াব লাভ

সূরা সাফ্ফাত এর শেষ তিন আয়াত (৩ বার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ○ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

অর্থ ঃ পবিত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তা। তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। পয়গম্বরদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য। (সূরা সাফ্ফাত, ৩৭: ১৮০-১৮২)

ফযীলত ঃ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রা. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা সাফ্ফাত এর শেষ তিন আয়াত তিনবার পড়বে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে।
(তবরানী, খ. ৫, পৃ. ২১১, হাদীস নং ৫১৩১)

রসূলুল্লাহ সা. এর শাফাআত লাভের আমল

সূরা তওবার শেষ দুই আয়াত

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

لَقَدۡ جَآءَکُمۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ عَزِیۡزٌ عَلَیۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِیۡصٌ
عَلَیۡکُمۡ بِالۡمُؤۡمِنِیۡنَ رَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ ○ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُلۡ حَسۡبِیَ اللّٰهُ ۫ۖ لَاۤ اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیۡهِ تَوَکَّلۡتُ وَهُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ○

অর্থ ঃ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি। (সূরা তওবা, ৯: ১২৮-১২৯)

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পড়বে আল্লাহর রহমতে সে হাশরের দিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত লাভ করবে। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৭)

সত্তরবার রহমতের দৃষ্টি হওয়া

ফযীলত ঃ হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার সূরা ফাতেহা, একবার আয়াতুল কুরসী ও নিম্নোক্ত আয়াতগুলি পাঠ করবে তাহলে সে জান্নাতে 'হাযীরাতুল কুদুসে' স্থান লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দৈনিক সত্তরবার রহমতের দৃষ্টি করবেন। তার সত্তরটি প্রয়োজন পূরণ করবেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

(ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৬৫, হাদীস নং ১২৫)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالۡمَلٰٓئِکَةُ وَاُولُوا الۡعِلۡمِ قَآئِمًۢا بِالۡقِسۡطِ ؕ لَاۤ
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ○ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِکَ الۡمُلۡکِ تُؤۡتِی الۡمُلۡکَ مَنۡ

تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

বান্দা কখনও নিরাশ হবে না

ফযীলত ঃ হযরত কা’ব ইবনে উজরা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পাঠ করার কতিপয় বাক্য আছে। সেগুলি যারা পাঠ করবে তারা কখনও নিরাশ হবে না (৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ , ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করবে। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪১৮, হাদীস নং ৫৯৬)

দ্রষ্টব্য ঃ (তাড়া ইত্যাদি) প্রয়োজন সাপেক্ষে উক্ত তাসবীহগুলো তেত্রিশ-তেত্রিশবারের পরিবর্তে দশ-দশবারও বলা যাবে অর্থাৎ ১০ বার سُبْحَانَ اللهِ ১০ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং ১০ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ।

(সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৭২, হাদীস নং ৬৩২৯)

বান্দাকে আল্লাহ অবশ্যই রাজি করবেন

সূরা ইখলাস (১০ বার)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

ফযীলত ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ‘সূরা ইখলাস’ দশবার পড়বে আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই তাকে রাজি করবেন এবং তাকে ক্ষমা করবেন।

(কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৬৩, হাদীস নং ২৭৩২)

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিন ব্যক্তি ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করলে যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে ও যত খুশি হূরদের সাথে বিবাহ করতে পারবে ঃ (১) যে নিজের হত্যাকারীকে ক্ষমা করল (২) গোপনে মানুষের ঋণ পরিশোধ করে দিল (৩) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'সূরা ইখলাস' দশবার পাঠ করল।

(মুসনাদে আবু ইয়া'লা, খ. ৩, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং ১৭৯৪)

সূরা ফালাক ও সূরা নাস

ফযীলত ঃ উকবা ইবনে আমির রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করি।

(সুনানে আবু দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৭৭, হাদীস নং ১৫২৩)

সূরা ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ٪﴿۵﴾

সূরা নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٪﴿۶﴾

নামাযের শেষে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجۡعَلۡ خَيۡرَ عُمُرِیۡ اٰخِرَهٗ وَخَيۡرَ عَمَلِیۡ خَوَاتِمَهٗ وَخَيۡرَ اَيَّامِیۡ يَوۡمَ اَلۡقَاكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষাংশকে সুন্দর করে দাও, আমার শেষ আমলকে সুন্দর করে দাও এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের দিনকে সুন্দর করে দাও।

ফযীলত ঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন।

(ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৬৪, হাদীস নং ১২১)

ফরয নামাযের পর কতিপয় তাসবীহ

এরূপ তাসবীহ তাবলীগী বুযুর্গদের থেকে বর্ণিত আছে।

(১) ফজর নামাযের পর (১০০ বার) - هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
তিনি (আল্লাহ তা'আলা) জীবিত ও স্থায়ী। (সূরা বাকারা, ২: ২৫৫)

(২) যোহর নামাযের পর (১০০ বার) - هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ
তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বিরাট ও মহান। (সূরা বাকারা, ২: ২৫৫)

(৩) আসর নামাযের পর (১০০ বার) - هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ
তিনি (আল্লাহ তা'আলা) করুণাময় ও দয়ালু। (সূরা হাশর, ৫৯: ২২)

(৪) মাগরিব নামাযের পর (১০০ বার) - هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
তিনি (আল্লাহ তা'আলা) ক্ষমাকারী ও দয়াশীল।
(সূরা ইউনুস, ১০: ১০৭)

(৫) ইশা নামাযের পর (১০০ বার) - هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ
তিনি (আল্লাহ তা'আলা) পবিত্র ও অতি সতর্ক। (সূরা মুলক, ৬৭: ১৪)



শয়নকালীন ফযীলতপূর্ণ আমল

বিছানায় শুয়ে পড়বে

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

অর্থ ঃ হে প্রভু! তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও, তবে তাকে ক্ষমা করে দিও। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও, তবে তাকে রক্ষা করো, যার দ্বারা তুমি রক্ষা করে থাকো তোমার নেক বান্দাদের।

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা শোয়ার পূর্বে তিনবার বিছানা ঝেড়ে নিবে এবং এই দু'আটি পাঠ করবে।

(সহীহ বুখারী, খ. ৯, পৃ. ১১৯, হাদীস নং ৭৩৯৩)

ডান হাত গালের নিচে রেখে শয়ন করে পড়বে (৩ বার)

رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে, সেদিন আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা করো।

ফযীলত ঃ হযরত হাফসা রা. থেকে বর্ণিত। যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাতে যেতেন, তখন ডান হাত গালের নিচে রেখে তিনবার এই দু'আ পাঠ করতেন। (সুনানে আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩১, হাদীস নং ৫০৪৫)

ঘুমানোর সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নাম নিয়ে মরি এবং জীবিত থাকি।

ফযীলত ঃ হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত। যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাতে যেতেন, তখন এই দু‘আ পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদীস নং ৬৩১২)

শয়নকালে ইস্তেগফার পড়বে (৩ বার)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোনো মা’বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আর আমি তাঁর সমীপে তওবা করছি।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি শয়নকালে এই ইস্তেগফারটি তিনবার পড়বে আল্লাহ তা‘আলা তার (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। অথবা আলিজ উপত্যকার বালু সমপরিমাণ হয়; কিংবা বৃক্ষসমূহের পাতা সমপরিমাণ হয় কিংবা দুনিয়ার দিবসমূহের সমপরিমাণ হয়। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৭০, হাদীস নং ৩৩৯৭)

তাসবীহে ফাতেমী

ফযীলত ঃ হযরত ফাতেমা রা. রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একজন খাদেমের আবেদন করলে আপনি বলেন ঃ শোয়ার সময় ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ , ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং ৩৪ বার اَللهُ اَكْبَرُ পড়বে এটা খাদেম অপেক্ষো অনেক উত্তম। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৯২, হাদীস নং ২৭২৮)

আয়াতুল কুরসী

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি শোয়ার সময় ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠ করবে তার হেফাযতের জন্য আল্লাহ তা‘আলা একজন নেগাহ্‌বান (ফেরেশতা) নিযুক্ত করবেন, যে তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে হেফাযতে রাখবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১০১, হাদীস নং ২৩১১)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নেই। তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে এবং পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না; কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান।

(সূরা বাকারা, ২: ২৫৫)

রাতের জন্য যথেষ্ট আমল

ফযীলত ঃ হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতের (বা ঘুমানোর) সময় পড়বে এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৫, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ৪০০৮; জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৯, হাদীস নং ২৮৮১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۨ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۨ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ؕ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

শিরক থেকে বিমুক্তি

ফযীলত ঃ হযরত ফারওয়া ইবনে নাওফল রা. বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গিয়ে বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা আমি শোয়ার সময় পাঠ করব। হুযূর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সূরা কাফিরূন পড়বে। কেননা এটা শিরক থেকে বিমুক্তি। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৭৪, হাদীস নং ৩৪০৩)

সূরা কাফিরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٣ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দেওয়া (৩ বার)

ফযীলত ঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাতে গেলে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন। দুনো হাতকে একত্রিত করে ফুঁক দিতেন এবং হাতকে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে বুলিয়ে নিতেন। এভাবে তিনবার করতেন। (সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১৯০, হাদীস নং ৫০১৭)

সূরা ইখ্‌লাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمۡ یَلِدۡ ۬ۙ وَ لَمۡ یُوۡلَدۡ ۙ﴿۳﴾ وَ لَمۡ یَکُنۡ
لَّهٗ کُفُوًا اَحَدٌ ﴿۴﴾

সূরা ফালাক্ব

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَ مِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا
وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَ مِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَ مِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا
حَسَدَ ﴿۵﴾

সূরা নাস

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِکِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ
الۡوَسۡوَاسِ ۬ۙ الۡخَنَّاسِ ۪ۙ﴿۴﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ
الۡجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿۶﴾

জান্নাতে প্রবেশের নির্দেশ

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শয়নকালে ডান কাঁথে শুয়ে একশতবার ‘সূরা ইখলাস’ পড়বে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলবেন, “হে আমার বান্দা! তোমার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।” (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৮, হাদীস নং ২৮৯৮)

সূরা সেজদা ও সূরা মুলক পড়বে

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে ‘সূরা সেজদা’ এবং ‘সূরা মুলক’ পড়তেন।
(জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯২)

সম্ভব হলে এ ছয়টি সূরাও পড়বে

সম্ভব হলে مُسَبِّحَات (মুসাব্বিহাত) এর ছয়টি সূরা শোয়ার সময় পড়বে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোয়ার সময় এ সূরাগুলি পড়তেন। সূরাগুলি হল (১) সূরা হাদীদ (২) সূরা হাশর (৩) সূরা সফ (৪) সূরা জুম'আ (৫) সূরা তাগাবুন এবং (৬) সূরা আ'লা।

(হিসনে হাসীন, পৃ. ১১০)

ঘুম থেকে উঠে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَحْيَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি মৃত্যু (নিদ্রা) এর পর আমাদের আবার জীবিত (জাগ্রত) করেছেন এবং তার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

ফযীলত ঃ হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান রা. থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এই দু'আ পাঠ করতেন। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদীস নং ৬৩১২; সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৩, হাদীস নং ২৭১১)

বিঃ দ্রঃ শয়নকালীন ও ঘুম থেকে জাগার পর আরও কিছু আমল রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত 'হিসনুদ দু'আ' ৩য় অধ্যায় ৮০নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।



আসমাউল হুসনার ফযীলত

(আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ''اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ'' (متفق عليه)

আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি তথা এক কম একশত নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলি মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(সহীহ বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং ২৭৩৬;
সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৬২, হাদীস নং ২৬৭৭)

১. اَللّٰهُ - আল্লাহর যাতী নাম
২. اَلرَّحْمٰنُ - পরম করুণাময়
৩. اَلرَّحِيْمُ - অতি দয়ালু
৪. اَلْمَلِكُ - বাদশাহ
৫. اَلْقُدُّوْسُ - পাক-পবিত্র
৬. اَلسَّلَامُ - শান্তিদাতা
৭. اَلْمُؤْمِنُ - নিরাপত্তা দানকারী
৮. اَلْمُهَيْمِنُ - রক্ষাকারী
৯. اَلْعَزِيْزُ - শক্তিশালী, বিজয়ী
১০. اَلْجَبَّارُ - ক্ষমতাশালী
১১. اَلْمُتَكَبِّرُ - মহিমান্বিত
১২. اَلْخَالِقُ - সৃষ্টিকর্তা
১৩. اَلْبَارِئُ - উদ্ভাবনকর্তা,সৃষ্টিকর্তা
১৪. اَلْمُصَوِّرُ - আকৃতি দানকারী
১৫. اَلْغَفَّارُ - ক্ষমাশীল
১৬. اَلْقَهَّارُ - মহা শাস্তিদাতা
১৭. اَلْوَهَّابُ - মহান দাতা
১৮. اَلرَّزَّاقُ - রিযিকদাতা
১৯. اَلْفَتَّاحُ - বিজয়দাতা
২০. اَلْعَلِيْمُ - সর্বজ্ঞ
২১. اَلْقَابِضُ - আয়ত্তকারী
২২. اَلْبَاسِطُ - সম্প্রসারণকারী
২৩. اَلْخَافِضُ - পতনকারী
২৪. اَلرَّافِعُ - উন্নতি প্রদানকারী
২৫. اَلْمُعِزُّ - সম্মানদাতা
২৬. اَلْمُذِلُّ - অপমানকারী
২৭. اَلسَّمِيْعُ - সর্বশ্রোতা
২৮. اَلْبَصِيْرُ - সর্বদ্রষ্টা
২৯. اَلْحَكَمُ - বিচারক
৩০. اَلْعَدْلُ - ন্যায় ফয়সালাকারী
৩১. اَللَّطِيْفُ - সূক্ষ্মদর্শী
৩২. اَلْخَبِيْرُ - সবজান্তা, সর্বজ্ঞানী

৩৩. اَلْحَلِيْمُ - ধৈর্যশীল
৩৪. اَلْعَظِيْمُ - মহান
৩৫. اَلْغَفُوْرُ - ক্ষমাশীল
৩৬. اَلشَّكُوْرُ - মূল্যায়নকারী
৩৭. اَلْعَلِىُّ - সমুচ্চ, উচ্চ মর্যাদাশীল
৩৮. اَلْكَبِيْرُ - সুমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ
৩৯. اَلْحَفِيْظُ - রক্ষাকর্তা
৪০. اَلْمُقِيْتُ - জীবিকা প্রদানকারী
৪১. اَلْحَسِيْبُ - যথেষ্ট
৪২. اَلْجَلِيْلُ - মহা-মর্যাদাশীল
৪৩. اَلْكَرِيْمُ - বড় দয়াবান
৪৪. اَلرَّقِيْبُ - রক্ষক, দর্শক
৪৫. اَلْمُجِيْبُ - দু‘আ কবুলকারী
৪৬. اَلْوَاسِعُ - অসীম
৪৭. اَلْحَكِيْمُ - হিকমতওয়ালা
৪৮. اَلْوَدُوْدُ - অত্যন্ত স্নেহময়
৪৯. اَلْمَجِيْدُ - অত্যন্ত মর্যাদাশীল
৫০. اَلْبَاعِثُ - পুনরুত্থানকারী
৫১. اَلشَّهِيْدُ - সাক্ষী, উপস্থিত
৫২. اَلْحَقُّ - সত্য, সুপ্রতিষ্ঠিত
৫৩. اَلْوَكِيْلُ - সমস্যা সমাধানকারী
৫৪. اَلْقَوِىُّ - শক্তিশালী
৫৫. اَلْمَتِيْنُ - অটল, বলিষ্ঠ
৫৬. اَلْوَلِىُّ - বন্ধু, অভিভাবক
৫৭. اَلْحَمِيْدُ - প্রশংসিত
৫৮. اَلْمُحْصِىْ - সুষ্ঠু গণনাকারী
৫৯. اَلْمُبْدِئُ - প্রথম সৃজনকারী
৬০. اَلْمُعِيْدُ - পুনরায় সৃষ্টিকারী
৬১. اَلْمُحْىِ - জীবনদাতা
৬২. اَلْمُمِيْتُ - মৃত্যুদাতা
৬৩. اَلْحَىُّ - চিরঞ্জীব, সর্বদা জীবিত
৬৪. اَلْقَيُّوْمُ - চিরস্থায়ী, স্বপ্রতিষ্ঠিত
৬৫. اَلْوَاجِدُ - প্রকৃত ধনী
৬৬. اَلْمَاجِدُ - গৌরবময়
৬৭. اَلْوَاحِدُ-اَلْاَحَدُ - এক, অদ্বিতীয়
৬৮. اَلصَّمَدُ - অমুখাপেক্ষী
৬৯. اَلْقَادِرُ - শক্তিধর, ক্ষমতাবান
৭০. اَلْمُقْتَدِرُ - সর্বশক্তিমান
৭১. اَلْمُقَدِّمُ - অগ্রসরকারী
৭২. اَلْمُؤَخِّرُ - পশ্চাতকারী
৭৩. اَلْاَوَّلُ - সবার আগে
৭৪. اَلْآخِرُ - সর্বশেষ
৭৫. اَلظَّاهِرُ - প্রকাশ্য
৭৬. اَلْبَاطِنُ - অপ্রকাশ্য (অদৃশ্য)
৭৭. اَلْوَالِىْ - অভিবাবক, মালিক
৭৮. اَلْمُتَعَالِىْ - সর্বোচ্চ মর্যাদাবান
৭৯. اَلْبَرُّ - পরম উপকারী
৮০. اَلتَّوَّابُ - তওবা কবুলকারী
৮১. اَلْمُنْتَقِمُ - শাস্তি দানকারী
৮২. اَلْعَفُوُّ - ক্ষমাশীল

৮৩. اَلرَّؤُوْفُ - স্নেহবান, মেহেরবান

৮৪. مَالِكُ الْمُلْكِ - সমস্ত পৃথিবীর মালিক

৮৫. ذُوْ الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَام - সম্মানিত ও দয়ালু

৮৬. اَلْمُقْسِطُ - ন্যায় বিচারকারী

৮৭. اَلْجَامِعُ - একত্রকারী

৮৮. اَلْغَنِيُّ - অমুখাপেক্ষী, ধনী

৮৯. اَلْمُغْنِيْ - অমুখাপেক্ষীকারী

৯০. اَلْمَانِعُ - বাধা প্রদানকারী

৯১. اَلضَّارُّ - ক্ষতি সাধনকারী

৯২. اَلنَّافِعُ - উপকার সাধনকারী

৯৩. اَلنُّوْرُ - জ্যোতির্ময়, আলো

৯৪. اَلْهَادِيْ - পথ প্রদর্শক

৯৫. اَلْبَدِيْعُ - বিনা নমুনাতে সৃষ্টিকারী

৯৬. اَلْبَاقِيْ - চিরস্থায়ী

৯৭. اَلْوَارِثُ - সকলের উত্তরাধিকারী

৯৮. اَلرَّشِيْدُ - সৎপথ প্রদর্শক

৯৯. اَلصَّبُوْرُ - ধৈর্যশীল, সংযমী

দ্রষ্টব্য ঃ আসমাউল হুসনার বিস্তারিত অযীফা জানতে ‘হিসনুদ দু‘আ’ ৯ম অধ্যায়, ২১৬নং পৃষ্ঠা দেখুন।



লেখকের আরও কয়েকটি গ্রন্থ

হিসনুদ দু'আ	জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ের মাসনূন দু'আসমূহ	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
হিসনুল অযাইফ	কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্ভরযোগ্য দৈনন্দিনের অযীফা	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
অল্প আমল অধিক সাওয়াব	অল্প সময়ে অধিক সাওয়াব লাভের কতিপয় সহজ আমল	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
কুরআন মাজীদ শুদ্ধভাবে পড়ুন	সহজ ও সাবলীল ভাষায় তাজবীদের নিয়মাবলী	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
হিকায়েতে লতীফ (ফার্সী-বাংলা)	জ্ঞান বৃদ্ধিকারী ঘটনাসমূহ	অনু. : মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
মাসায়েলে মাসাজিদ ও ঈদগাহ	মসজিদ ও ঈদগাহ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	মাওলানা রফআত কাসেমী/মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
ফাতাওয়া উসমানী [৩ খণ্ড; প্রকাশিতব্য]	মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর স্বলিখিত দীর্ঘ ৪৫ বছরের ফাতওয়া সংকলন	মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী/মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি [৮ খণ্ড; প্রকাশিতব্য]	ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতির স্ববিস্তার ও তুলনামূলক পর্যালোচনা	মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী/মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
মুসলমান কীভাবে জীবনযাপন করবে?	মুসলমানদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নসীহত	মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী রহ./ মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
পশ্চিমা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন	মুসলমানদের হীনমন্যতা দ্বীন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব এবং এর অন্তরায় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা	মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ./ মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
ইসলামী জাগরণের রূপরেখা	ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলনসমূহের পর্যালোচনা ও সুচিন্তিত মতামত	মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ./ মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

বাইতুল কিতাব

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৯১৪-৩২৩২৯৬, ০১৭১২-৬৪২৭০৩